৩৬

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 12 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ২

# বিনা টেন্ডারে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী অধিক মূল্যে নিম্নমানের বই কিনছে

**মোঃ আব্দুস সামাদ ঃ** কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার দরপত্র আহবান ছাড়াই নিয়ম বহির্ভূতভাবে রহস্যজনক কারণে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে লাখ লাখ টাকার অত্যন্ত নিম্নমানের বই ক্রয় করছে বলে এক অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। নিয়ম বহির্ভূতভাবে এই বই ক্রয়ের ফলে সরকারের হাজার হাজার টাকা গচ্চা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, চলতি অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ ৫৯ লাখ টাকার বিভিন্ন প্রকার বই ক্রয়ের জন্য গত ১৩-৭-৯৬ ইং তারিখে সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকৃত পুস্তক ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে দরপত্র আহবান করেন। ঐ আহবানের প্রেক্ষিতে মেসার্স আলীগড় লাইব্রেরী, আগামী প্রকাশনী, কাকলী প্রকাশনী, ওয়ান্ড এজেন্সী বিজনেস এসোসিয়েট করপোরেশন, হাতে খড়ি ইউনিভারসেল বুক, নওরোজ সাহিত্য সংসদ ও ঢাকা আহসানিয়া মিশন টেন্ডার ড্রপ করেছিল। দরপত্রদাতাদের মধ্যে মেসার্স আলীগড় লাইব্রেরী দরপত্রটি সর্বনিম্ন হওয়ায় টেন্ডারের নিয়মানুযায়ী মেসার্স আলীগড় লাইব্রেরী বই সরবরাহের জন্য নির্বাচিত হয় এবং কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী পরিচালক আ ফ ম বদিউর রহমান গত ৯-৯-৯৬ ইং তারিখে মেসার্স আলীগড় লাইব্রেরীর সাথে বই সরবরাহ সংক্রান্ত একটি চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয় এবং পরে অন্যান্য দরপত্রদাতাগণ তাদের আর্নেস্টমানি জামানতের টাকা উত্তোলন করে ফেরৎ নিয়ে যায়। আলীগড় লাইব্রেরীর সাথে চুক্তিপত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর পরিচালক জনাব বদিউর- রহমান মেসার্স আলীগড় লাইব্রেরীকে ১৮ লাখ টাকার বই সরবরাহের জন্য কার্যাদেশ দেন। কার্যাদেশ মোতাবেক আলীগড় লাইব্রেরী ১৬ লাখ ৫০ হাজার টাকার বিভিন্ন প্রকার বই সরবরাহ করে। উল্লেখ্য, চলতি অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী ৫৯ লাখ টাকার বই ক্রয়ের জন্য টেন্ডার আহবান করেছিল। কিন্তু নির্বাচিত দরপত্রদাতা মেসার্স আলীগড় লাইব্রেরীকে মাত্র ১৮ লাখ টাকার বই সরবরাহের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছিল। রহস্যজনক কারণে কর্তৃপক্ষ মেসার্স আলীগড় লাইব্রেরীকে বাদ দিয়ে কোন প্রকার পুনঃ দরপত্র আহবান ছাড়াই আগামী প্রকাশনী, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ওয়ান্ড এজেন্সী, বিজনেস এসোসিয়েট করপোরেশন-এর নিকট থেকে ৪১ লাখ টাকার বই ক্রয় করছে । বিনা টেন্ডারে বই ক্রয় করার কারণে সরকারের হাজার হাজার টাকা গচ্চা গেছে। গচ্চা যাওয়া টাকার হিসাব কে দেবে? মেসার্স আলীগড় লাইব্রেরীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এম এ কাইউম অভিযোগ করে বলেছেন, বই সরবরাহের ক্ষেত্রে পাবলিক লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের সাথে তার একটি চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছে। ঐ চুক্তিপত্রে উল্লেখ রয়েছে যে, দেশী বই সরবরাহের জন্য ২১ দিন এবং বিদেশী বই সরবরাহের জন্য ৬০ দিন সময়ের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু পাবলিক লাইব্রেরীর পরিচালক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বই সরবরাহে আমাকে মাত্র ৩, ৪, ৫, ৭ এবং ১২ দিন সময় দিয়ে পত্র প্রেরণ করে। যা চুক্তিপত্রের সাথে কোন মিল নেই। তবু হাজারো সমস্যার মধ্যে কার্যাদেশপ্রাপ্ত ১৮ লাখ টাকার বইয়ের মধ্যে ১৬ লাখ ৫০ হাজার টাকার বই সরবরাহ করেছি। বাকি ১ লাখ ৫০ হাজার টাকার বই কেন সরবরাহ করতে পারিনি তার ব্যাখ্যাসহ গত ৪-২-৯৭ ইং তারিখে এক লিখিত আবেদনে কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। কিন্তু পরিচালক বর্তমান সরকারের একটি প্রভাবশালী মহলকে খুশী এবং তার ব্যক্তিগত স্বার্থে আমাকে বাদ দিয়ে আগামী প্রকাশনী, কাকলী প্রকাশনী, ওয়ান্ড এজেন্সীসহ আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বিনা টেন্ডারে ৪১ লাখ টাকার বই ক্রয় করছে। তিনি অভিযোগ করে বলেছেন, নিয়মতান্ত্রিকভাবেও যদি আমাকে বাদ দেয়া হয়ে থাকে তাহলে বই ক্রয়ের জন্য নিয়মানুযায়ী পুনরায় টেন্ডার আহবান করতে হবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা না করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে অধিক মূল্যে অত্যন্ত নিম্নমানের পুরাতন সংস্করণের বই ক্রয় করছেন। তিনি জানান, এনসাক্লোপেডিয়া ব্রি টানিকা নামের এক সেট বই ২৫ হাজার টাকার স্থলে তারা ৬৫ হাজার টাকায় ক্রয় করেছে। যে বইটি ক্রয় করা হয়েছে তা ১৯৯৫ সালের যা বর্তমানে বাজারে অচল। ১৯৯৭ সালের ব্রি টানিকা বই বর্তমানে বাজারে অহরহ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি জানান, আগামী প্রকাশনী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কয়েকটি বই প্রকাশ করে তার দোহাই দিয়ে বিনা টেন্ডারে পাবলিক লাইব্রেরীতে বই সরবরাহের সুযোগ আদায় করছে।

তিনি জানান, বর্তমান পরিচালকের চাকরির মেয়াদ আগামী ডিসেম্বরে শেষ হচ্ছে এবং তার চাকরির মেয়াদ আগামী ২ বছর বৃদ্ধি করার আশ্বাস পাওয়ায় তিনি এই বেআইনী কাজটি কৌশলগতভাবে সমাধানের চেষ্টা করছেন। চুক্তিপত্র অনুযায়ী তিনি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিবেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর পরিচালক জনাব আ ফ ম বদিউর রহমানের এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, বই ক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি কমিটি রয়েছে। কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মেসার্স আলীগড় লাইব্রেরীকে বাদ দিয়ে আগামী প্রকাশনী, কাকলী প্রকাশনী, ওয়ান্ড এজেন্সীসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে ৪১ লাখ টাকার বই ক্রয় করা হচ্ছে। তিনি জানান, এ ব্যাপারে তার কোন একক ক্ষমতা নেই। বিনা টেন্ডারে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বই ক্রয়ের ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।